আপন-পর

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Table of Contents

আপন-পর

ধরা-পাখি ছাড়া-পাখি দেখাদেখি হয়-এ ওকে শুধোয় খবর । ধরা-পাখি খোপের মাঝে বসে শোনে, ছাড়া-পাখি খোপের চালে বসে শোনায়-বনের খবর, আকাশের বাতাসের খবর । খোপের পায়রা শুনে শুনে বলে-বেঙ্গমা-বেঙ্গমার খবর জান ? দেখেছ তাদের ? ছাড়া পাখি ঘাড় নেড়ে বলে-জানি না তো কে তারা. কেমনতরো তাদের রূপ ! খোপের পায়রা শোনায়, ছাড়া পাখিটি শোনে দুটি পাখি তারা, একটি সোনালি অন্যটি কালি-কাজলা ।' ছাড়া পাখি খোপের ধারে এসে বসে বলে তারপর ? পায়রা বলে-তারা একটি ডালে দুটি পাখি-যেন এক –বোঁটায় গাঁথা দুটি ফুল ! একটি খায় মিষ্টি ফল, অন্যে শুধু চেয়ে থাকে । একটি ঘুমোয়, অন্যে জাগে । এ গায় ও শোনে । এ চায় রইতে কাছে, ও চায় যেতে দূরে । এ ফেরার মুখ দিনের পানে, ও ফিরে ও ফিরে থাকে রাতের দিকে । এক নামে মাটিতে, অন্যে ওড়ে আকাশে । একটি তাদের একটু ছোট একটি ছোট অন্যটি একটু বড়ো । দুই পাখি তারা, আছে কিন্তু এক ঠাঁই-নিবিড় খোপের জোড়া কৈতর, নিরালা বনের রাজারানী । রানী চায়, রাজা দেয়, রানী সাজে কত সাজে, রাজা শুধু চেয়ে থাকেন আপনা ভুলে উদাসী । রানীর চোখ ভাবে ঢুলঢুল , রাজার চোখ দুটি যেন জলে ভাসা ভাসা ! ছাড়া পাখি খোপের মধ্যে গলা বাজিয়ে বলে-তারপর কী ? খোপের মধ্যে পায়রা বলে-তাই তো জানতে চাচ্ছি । ছাড়া পাখি এ দিক ও দিক চেয়ে বলে জান না বুঝি ? খোপ ছেড়ে একটু বার হয় খোপের পায়রা, এ পাশ ও –পাশ চায় আর বলে জানি না, জানি না, জানি না ।'ছাড়া-পাখি ডানা ঝাপটে বলে-বাজে গল্পের সময় নেই ।' ধরা-পাখি গলা কাঁপিয়ে বলে-যাও, যদি কোনো দেশে কোনো দিন তাদের দেখা পাও তো আমায় এসে বলতে ভুলো না । ধরা-পাখি খোপে লুকোয়, ছাড়া-পাখি উড়ে চলে যায় । দিন গেল, রাত গেল, মাস গেল, বছরও যায়-বসন্তের ফুল ফোটার বেলায় ছাড়া-পাখি সে নদীর ও-পারে আমবাগান থেকে সাড়া দিয়ে জানালে-'এনেছি খবর । 'তারপর উড়তে উড়তে খোপের চালে এসে বসল । ধরা-পাখি ডানা কাঁপিয়ে জানালে-বলো বলো ! ছাড়া-পাখি বলে চলে- গাঁয়ের ধারে নদী, নদীর মাঝে চর, চরের মাঝে বাসা তাদের । ধরা পাখি বলে-নদী ? কোন নদী ? ছাড়া-পাখি বলে চলে-এই যে গঙ্গানদী, যার এপারে ঘাট, ওপারে ঘাট । 'ধরা-পাখি বলে-না না এ তো হল না ! ছাড়া পাখি বলে-শোনো না বলি, দুই পাখি তারা, থাকতে চায় কাছাকাছি কিন্তু পায় না । দিনে তাদের দেখাশোনা, রাতে তাদের ছাড়াছাড়ি । এ-পাখি থাকে এ পারে, ও পাখি থাকে ও পারে । রাতের পর্দা একে করে চোখের আড়াল, ওকে করে চোখের আড়াল । শুধু মনে রয় দু-জনে দু-জনের । সে আর এ । মন কাঁদে ওর জন্যে এর । এ পারে চায়, ও পারে চায় । চকা ডাকে; চকী, ডাকে; চকা ! ধরা পাখি মুখ ফিরিয়ে খোপে ফেরে । বলে না না, হল না । এ তো তারা নয় ! আমার পাখি তারা কি সামান্য পাখি ! তাদের ছাড়াছাড়ি নেই, ডাকাডাকি নেই, এ-ওর কাছছাড়া নেই এক তিল । তারা যে জীবন নদীর দুটি ঢেউ-তালে তালে উঠে পড়ে, ঝিকমিক করে আলো আঁধারে ! চোখের দুটি পাতার মতো এ ওর পানে যাওয়া আসা করে নিমেষে নিমেষে ! ছাড়া-পাখি বলে-তবে তো ভুল করেছি । চলি আমার খোঁজে । ধরা-পাখি বসে থাকে, ছাড়া পাখি চলে যায় ! খুঁজতে খুঁজতে পৃথিবী ঘুরে আসে, দেখা পায় না । বনে বনে যত পাখি, তাদের বলে-তোরাও চল খোঁজে ।'তারা বলে- 'কোথায় যাব ? কত দূর ?' হতাশ পাখি ডাকে-আয় না !' উড়ে চলে আগুন বাতাস কেটে, ঝড়ের বেগ ঠেলে । শীতের কুয়াশা পার হয়ে চলে যায় ছাড়া পাখি সমুদ্রপানে । খুঁজে খুঁজে ফেরে জলে স্থলে আকাশে, দেখা পায় না ! বছরশেষে

আবার ফেরে ছাড়া পাখি সে । ধরা-পাখির খোপের কাছে বসে ডেকে বলে-মিছে কথা, কোথাও তারা নেই !' ধরা পাখি বলে-কতদূর গিয়েছিলে তাদের খোঁজে ? ছাড়া-পাখি বলে চলে –এ-দেশ সে দেশ, এ বন সে বন, এ রাজ্যে ও রাজ্য ।'ধরা-পাখি শুধিয়ে বলে=-সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে গেলে তো ? ছাড়া পাখি বলে-হ্যাঁ, গেলেম । খুঁজে খুঁজে কই পেলেম না তো । ডানা ভার হল, চোখ আঁধার হয়ে এল । তবু গেলেম, পেলেম না তো ! কে তারা, কোন পাখি ?' খোপের পাখি খানিক চুপ করে থাকে, তারপর ছাড়া পাখির কাছে এসে বলে তুমি আর আমি ও আর সে আপন আর পর !

দেয়ালা

এক যে ছিল গাছ তার ছিল এক ছাওয়া, এক যে ছিল মাঠ তার ছিল এক গাছ ; আর এক ছিল যে কুঁড়ে তার ছিল একটা ঝাঁপ-সেটা কখনো খুলত কখনো বন্ধ হত । ঝাঁপ যখন বন্ধ হত তখন ঘরটা কিছুই দেখত নাল, অন্ধকারে পিদুম জ্বালিয়ে কুঁড়ে নিজের ভেতরটার দিকে চুপ করে বসে থাকত-পিদুমের আলো ঝিমোত, ঘরের জিনিসপত্র ঝিমোত, ঘরের মধ্যে যে কুঁড়ে মানুষগুলো তারাও ঝিমোত কিন্তু ঝাঁপ খুললে আর রক্ষে নেই-পিদুমের আলো পিলসুজ ছেড়ে দৌড় দিত-সেই সে মাঠে যেখানে গাছে আর গাছের ছাওয়াতে কথা চলাচলি করছে । ছাওয়া শুধোচ্ছে গাছকে-ভাই কী দেখছিস ? ছোটগাছ সে এ দিক ও দিকে চায়, চোখের পাত মেলে আর বলে –মাঠ দেখছি ! মাঠের পরে কী ভাই ? ‘মাঠের পরে একটা তালগাছ দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে । তারপর ? গাছটা হঠাৎ চুপ করে আর থির হয়ে চেয়ে থাকে । গাছের ছাওয়া সেও চুপ চুপ গল্প শোনবার জন্যে সটান শুয়ে থাকে মাটিতে । ধু-ধু –মাঠের ধুলোমাটি খোয়াই-জোড়া রাঙা মাটি, বাঁধের ধারের পোড়া মাটি তারা তো চেনে না ছোটো গাছ আর তার এতটুকু ছাওয়াকে তারা চলে যায় সেই যে তাল গাছ আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে তার কাছে আর বলে-দেখলে কিছু ? তালগাছ দাঁড়িয়েই থাকে-হেলে না, দোলে না, বলে না কিছু । তেপান্তর মাঠ স্তব্ধ হয়ে ভাবে-এত উঁচু থেকেও দেখা যায় না ? অবাক হয়ে মাঠ চেয়ে থাকে –খুব উঁচুতে যে নীল আকাশ তারই পানে, আর মনে মনে বলে আকাশকে কেমন করি শুধোই ওখান থেকে ও কী দেখতে পাচ্ছে ? মাটি শুধোতে পারে না আকাশকে, সে কী দেখছে ! আকাশ বলতে পারে না মাটিকে সে যা দেখছে ! এইভাবে এ- ওর দিকে চেয়েই আছে , দুপুরবেলা সবাই সবার দিকে দেখছে, কিন্তু কেউ কিছু বলে না, কয় না ! চুপচাপ থেকে থেকে গাছের চোখের পাতা ঝিমিয়ে এল, গাছের সাথি ছাওয়া মাটিতে নেতিয়ে পড়ে, ঘুমের ঘোরে দেয়ালা করে বলে উঠল-মাঠের পরে তালগাছ পাহারা দিচ্ছে, তারপর ? ছোটো গাছ হঠাৎ চটকা ভেঙে জেগে উঠে বললে-তালগাছটার মাথার উপরে একটা পাখি উড়ছে, যেন ঘুরে ঘুরে কী খুঁজে চলছে ! গাছের ছাওয়া ছোট্ট একটা নুড়ির উপরে দাঁড়িয়ে বললে-আমি দেখব ।’ বাতাস এতক্ষণ চুপ করে ছিল, বলে উঠল-ইসস !’ছোটো গাছ হেসে লুটোপুটি খেতে লাগল । মাঠের শেষে পাহারা দিচ্ছিল যে উঁচু গাছ সে এইবার মাথা নেড়ে বললে দেখবেই তো, দেখবেই তো ! লজ্জায় ছোটো গাছের ছাওয়া মাথা হেঁট করে মাটিতে মিলিয়ে গেল । সন্ধ্যার আকাশের কোলে দেয়ালা দিচ্ছিল একখানি মেঘ, এক বার সে রঙিন আলোয় রাঙা হয়ে উঠেই আবার ঘুমিয়ে পড়ল-নীল আকাশের আঁচলের আড়ালে । এমন সময় গাছ বলে উঠল ছাওয়া ! সাড়া নেই ! গাছ ফিরে ফিরে দেখে-ছাওয়া পালিয়েছে । গাছ মাটিকে বললে ছাওয়া গেল কোথা ? মাঠ বললে এই তো ছিল গেল কোথায় ? তালগাছ বললে-ছাওয়ার মতো কে যেন ওই পুবমুখে রোদে পুড়তে পুড়তে চলে গেল আমি দেখছি ।’ আকাশ বললে-শুধোই তো রোদকে ছাওয়া যায় কোনখানে ? সেই তালগাছের ওপারে যে তেপান্তর মাঠ তার ওপারে যে নদী, তারও ওপারে যাকে ঝাপসা দেখা যাচ্ছে,তার কোনে যে রোদ সে দেয়ালা দিয়ে হেসে বললে-বলব না ।’ তার পরেই আলোর চোখ ঢুলে পড়ল । সবাই, এমন-কি গাছের পাতা, ফুল ,পাখি ঘাটে মাঠে হাটে যে যেখানে ছিল বলে উঠল-কোথায় গেল সে ? কোন দেশে ? গাছ আর মাঠ আর আকাশ আর বাতাসের মন ছোট ছাওয়া কে খুঁজে যখন কোথাও পেলে না, তখন তারা মুখ আঁধার করে ভাবতে লাগল-গেল কোথায়, এই ছিল ? তারপর সবাই ঘুমিয়ে গেল ঘরে-বাইরে; শুধু তারাগুলো থেকে থেকে দেয়ালা করে চায় আর ভাবে গেল কোথায় ? গাছ ঘুমোয়, গাছের পাতা ঘুমোয়, মাঠ-ঘাট

ঘুমোয়, মেঝে পড়ে কুঁড়ে মানুষ ঘুমোয়-সবাই স্বপন দেখে ছাওয়া তাদের বড়ো হয়েছে ! সেই যে একটুখানি ছাওয়া-যে মাঠের শেষ দেখতে চাইত, পাখিদের সঙ্গে পাখি হয়ে উড়ে পালাতে চাইত আকাশের শেষে-সে এখন সেইসব তেপান্তর মাঠের চেয়ে, সেই নীল আকাশের চেয়ে বড়ো হয়ে গেছে ! ভয়ে গাছপালা মাঠঘাটের গা ঝিমঝিম করতে থাকে আর একবার চমকে উঠে তারা স্বপন দেখে, দেয়ালা করে, হাসে, কাঁদে, চায় আর ঘুমোয় । অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে সাঁতরে চলে একটার পর একটা বাদুড়, ছাওয়াকে খুঁজতে-খুঁজতে দূর দূর দেশে । সেই সময় চুপি চুপি আলো আসে একটু খানি চাঁদের আলো-বাতাসের গায়ে আলো পড়ে, গাছের শিয়রে আলো পড়ে, ঘুমের ঘোরে সবাই বলে-ছাওয়া ? ঘুম ভাঙানো পাখি ডেকে বলে-ওই যে আলো, ওই যে ছাওয়া ! চমকে উঠে দেখে ছাওয়া ! ছাওয়া বলে-তার পর ?' গাছ বলে-ধু ধু করছে মাঠ,তার মাঝে একটি গাছ পাহারা দিচ্ছে –চুপ করে দাঁড়িয়ে ।' ছাওয়া বলে-দেখো না ভাই ভালো করে তার পরে কী ?' গাছ বলে-সেই একটি গাছ তার পরে রয়েছে আলো,না , আলো তো নয় , একটা আলো মাখা মেঘ ! ছাওয়া বলে-সে আবার কী ?' গাছ বলে তা জানি নে ভাই, কিন্তু কালো ঠিক তোর মতো ঠান্ডা রঙ তার ।' হঠাৎ ছাওয়ার উপর দু-ফোঁটা জল পড়ে । ছাওয়া বলে-ও-কি কাঁদছিস কেন ? গাছ মাথা দুলিয়ে বলে-কাঁদব কেন ? ছাওয়া বলে- এই দেখো না জল ।' কুঁড়ে তার ঘরের ঝাঁপখানা ঝুপ করে বন্ধ করে দিয়ে বলে-বিষ্টি রে বিষ্টি ।' টিপির টিপির জল ঝরে, আকাশ ঝিলিক দিয়ে থেকে থেকে দেয়ালা করে, বাতাস করে সারারাত এপাশ-ওপাশ । তারপর রাত কাটে, সকাল হয়, আকাশ জেগে ওঠে, আলো জেগে ওঠে, গাছপালা জেগে ওঠে, পাখি জেগে ওঠে, সেই সঙ্গে তাদের ছাওয়ারাও জেগে ওঠে । ছোটো গাছের ছাওয়া বলে গাছকে-আজ কী খবর ? গাছ বলে-আজ দেখছি কী জিনিস ?' ছাওয়া বলে-কী ?' গাছ বলে-সেই আমাদের পাতায় ঢাকা কুঁড়ি আজ ফুটেছে । ছাওয়া বলে-তার পর ?' গাছ বলে-প্রজাপতি তাকে দেখতে এল সোনার ডানা মেলে ।' ছাওয়া বলে-তারপর-?' গাছ বলে-' ওকে আমায় দে ।' গাছ বলে এই নে দেখ, কেমন সুন্দর ফুল ।' ফুলকে বুকে নিয়ে ছাওয়া বলে-ফুল । ফুল কথা কয় না । ছাওয়া গাছকে বলে-ফুল কথা কয় না যে ?' গাছ বলে ঘুমিয়ে আছে জাগাসনি ।' ফুল ঘুমিয়ে থাকে ছাওয়ার বুকে, ছাওয়া নড়ে-চড়ে ফুলকে দেখে । গাছ নড়ে-চড়ে শুধোয়-কী করছে ?' ছাওয়া বলে-ঘুমোচ্ছে ।'এক এক সময় বাতাস এসে ফুলকে ছুঁয়ে যায়, ছাওয়া বলে-দেয়ালা করছে আমাদের ফুল ।' কুঁড়ের ঝাঁপ খুলে দেখে মানুষ গাছের তলায় ঝরা ফুল, তার গায়ে ছাওয়া হাত বোলাচ্ছে । কুঁড়ে মানুষের ছেলেটা বেরিয়ে আসে, ফুল তোলে, বেড়ায় গাছে গাছে । গাছ বলে-কী করবি ফুল নিয়ে ?' ছেলে বলে-খেলা করব ।' ফুল তুলে ছেলে চলে যায় । মেয়ে আসে, সে এতটুকু-গাছে হাত পায় না, ছাওয়ায় ফুল কুড়িয়ে বেড়ায় । ছাওয়া বলে-কী করবি ফুল নিয়ে ?' মেয়ে বলে –ওকে মালায় গেঁথে ধরে রাখব । ছাওয়া বলে-তার পর খেলা হলে ফিরিয়ে দিবি তো ?' মেয়ে 'দোব না ' বলে ফুল আঁচলে তুলে নেয় । ছাওয়া তার পা জড়িয়ে বলে- নিয়ে যেয়ো না ।' গাছ বলে-যাক না নিয়ে, কাল সকালে দেখবি তোর ফুল পালিয়ে এসেছে তোর বুকে ।' দিন কাটে, রাত কাটে, ফুলের স্বপন দেখে গাছ আর গাছের ছাওয়া দুজনে মিলে ; সকালে কুঁড়ি ফোটে গাছে, ফুল ফেরে ছাওয়ার কোলে ।